২৫/৩/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃঃ ৪ কলাম ৪

স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করা হউক

আমাদের দেশের বেশীরভাগ স্কুলে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট পড়াইবার জন্য শিক্ষক রাখিতে হয়। প্রাইভেট না পড়াইলে ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারে না। কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়া ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারে না। স্কুলের শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়িলে তিনি পরীক্ষায় পাস করাইবার ব্যাপারে একটি ভূমিকা রাখেন। সারা বৎসর শিক্ষক প্রাইভেট যেমনই পড়ান না কেন পরীক্ষার আগে প্রাইভেট পড়া ছাত্র-ছাত্রীকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রশ্ন পড়িতে দেখা যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ঐ প্রশ্নগুলিই আসে। ছোট ক্লাস হইতেই যদি ছাত্র-ছাত্রীরা এইভাবে উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তবে তাহাদের মেধা বিকশিত হয় না। উপরের ক্লাসে গিয়া নকলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নতুবা লেখাপড়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। নয়তো বিভিন্ন বিষয়ে ফেল করিতে দেখা যায়। স্কুলের শিক্ষকদের যদি প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়, শিক্ষকের যদি জবাবদিহিতা থাকে তবে শিক্ষক স্কুলে পড়াইয়াই পড়া আদায় করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। ইহাতে ছাত্রের মেধা বিকশিত হইবে এবং নকল ও ফেল করিবার প্রবণতা কমিবে। এমনও দেখা গিয়াছে, প্রাইভেট না পড়িলে শিক্ষকের আক্রোশে পড়িতে হয়। স্কুলের শিক্ষক ব্যতীত বাহিরের কোন শিক্ষকের কাছে না পড়িবার উপদেশও দেওয়া হয়। অনেকের প্রাইভেট পড়ার সামর্থ্যও থাকে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন এই যে, স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

মোঃ রবিউল ইসলাম,
৪৬ নিউ মার্কেট, চুয়াডাঙ্গা ৭২০০।